95

দৈনিক খবর

তারিখ 07 SEP 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

2

স্বীকৃতি ও প্রধান শিক্ষিকা ছাড়াই স্কুলটি চলছে

॥ কাজী জাহিদুল ইসলাম ॥

মগবাজার নয়াটোলাস্থ শাহ নূরী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। বিনা স্বীকৃতি ও প্রধান শিক্ষিকা ছাড়াই বিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে।

এর পাতায় দেখুন

স্বীকৃতি ও প্রধান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বঘোষিত প্রধান শিক্ষিকাসহ কয়েকজন শিক্ষিকা তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি বজায় রেখেছেন।

তদন্ত রিপোর্টে এ কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এর ফলে বিদ্যালয়টির পড়শুনার পরিবেশ একদিকে নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক নীচে নেমে গেছে।

বিদ্যালয়ের এসব বিষয় নিয়ে তিনবার তদন্ত হবার পরও কোন সুরাহা হয়নি। বরং প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের সহায়তায় বিদ্যালয়টিতে অনিয়ম বেড়েই চলেছে।

ঢাকা বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শক এ এ খলিলুর রহমান ও সালেহা খানম যুগ্মভাবে প্রথমবার, ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় দফায় এবং রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৃতীয় বারের মতো তদন্ত করেন। সর্বশেষে উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সহকারী পরিচালকও ভিন্ন একটি তদন্ত পেশ করেছেন।

তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায়, '৬৫ সালে ফজলুল হক নামে জনৈক ব্যক্তি নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজের টাকা ও জনগণের কাছ হতে আর্থিক সাহায্য নিয়ে স্থানীয় জনগণের পত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এবং তার নিজ মাতা ও খালাগণের স্কুলের নামে দানকৃত ৫ কাঠা এবং নিজের টাকায় খরিদ করা ২ কাঠা মোট ৭ কাঠা জমির উপর এ বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে এ পর্যন্ত তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ম্যানেজিং কমিটিতে রয়েছেন।

তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায়, '৮৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরে এ স্কুলের নতুন কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী এডহক কমিটির কতিপয় সদস্যসহ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার দূরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রে নবগঠিত কমিটির নিয়মিত সভা আহবান করা হয়নি। ফলে স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কোর্টে মামলা আছে– এ ওজর দেখিয়ে ম্যানেজিং কমিটির সভা বিলম্বিত করা হচ্ছে উল্লেখ করে তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, যেহেতু নিষেধাজ্ঞা নেই সেহেতু ম্যানেজিং কমিটি কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

রিপোর্টে জানা যায়, '৮৫ সালের ৩০শে জুন মিসেস খাদিজা খাতুন এ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চলতি দায়িত্ব পাবার পর তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের মধ্যে একটি গ্রুপ সৃষ্টি করে পরিবেশ বিঘ্নিত করেছেন। এছাড়া বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ের শূন্যপদে উক্ত বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ করেন। স্বঘোষিত এ প্রধান শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসেব-নিকেশ, ছাত্র-ছাত্রীর হাজিরা খাতা, অনুমোদিত কমিটির কপি, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। জেলা শিক্ষা অফিসার ৫৪ এবং ৫৩৪ নং স্মারকে এসব রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বিদ্যালয়টির বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তা নবায়নের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বিদ্যালয়ের খাতায় বহু ছাত্র-ছাত্রীর রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাদের নাম এবং উপস্থিতির কোন উল্লেখ নেই। নবনিযুক্ত শিক্ষকদের সরকারী অনুদান প্রাপ্তির জন্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ১৫৩০ জন দেখানো হয়েছে। অথচ বাস্তবে শাখা ও শ্রেণীভিত্তিক ১২শ' জন রয়েছে। এছাড়া স্কুলের চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান শিক্ষিকা বেতন আদায়ের রেজিস্টারও দেখাতে ব্যর্থ হন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। অথচ এই তিনজন শিক্ষককে সরকারী অনুদান দেবার জন্য মন্ত্রণালয় ছাড়পত্র দিয়েছে। এর আগে শিক্ষা অধিদফতর এদের অনুদান দেয়ার ব্যাপারে অসম্মতি জানিয়ে বলেছিলো, ম্যানেজিং কমিটির রেজুলেশন ও শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত ব্যতীত নতুন শিক্ষক নিয়োগ বৈধ নহে এবং এইরূপ শিক্ষককে অনুদানভুক্ত করা যায় না। ১৫ দিনের মধ্যে কমিটি অনুমোদিত না হলে প্রধান শিক্ষিকার অনুদান বন্ধ করা হবে।

অধিদফতরের পরিচালকের এ নোটের পর মন্ত্রণালয় কিভাবে অনুদান ছাড় করেছে তা এখন প্রশ্ন।

তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, শাহ নূরী স্কুলটিকে ধ্বংস করার জন্য একটি অশুভ মহল কাজ করছে।